MAR. 0 6 2001

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ...৩... কলাম ...৫...

দৈনিক ইনকিলাব

ক্ষোভে-দুঃখে অনেকে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছেন

ঈদের আগে বেতন-ভাতা প্রদান না করে সরকার শিক্ষক-কর্মচারীদের সাথে তামাশা করলেন

ইনকিলাব রিপোর্ট ঃ সরকার আবারও দেশের অগণিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দের সাথে তামাশা প্রদর্শন করলেন। সরকার আগে থেকে ঘোষণা দিয়েও দেশের বহু প্রাইমারী স্কুল, বেসরকারী হাই স্কুল, জুনিয়র স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার হাজার হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারীকে ঈদের আগে বেতন ও অনুদানের টাকা পরিশোধ করেনি। এর ফলে হাজার হাজার শিক্ষক ও কর্মচারীদের পরিবার ঈদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ব্যাংকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রতীক্ষা করার পরও বেতন ও অনুদানের টাকা না পেয়ে অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারী ক্ষোভে-দুঃখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।

৭-এর পৃঃ ৫-এর কঃ দেখুন

সরকার শিক্ষক-কর্মচারীদের সাথে তামাশা করলেন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ঈদুল-আযহার আর মাত্র একদিন বাকী থাকলেও মতিঝিল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা ফেব্রুয়ারী মাসের বেতন পাননি। মতিঝিল থানা শিক্ষা কর্মকর্তার দফতরে গতকাল (৫ মার্চ) সারাদিন ধর্ণা দিয়েও তার সাথে দেখা করতে পারেননি শিক্ষকবৃন্দ। উল্টো শিক্ষক কর্মকর্তা মিসেস মাকসুদা বেগম দম্ভভরে জানিয়ে দিয়েছেন, প্রধান শিক্ষক যেহেতু ঢাকার বাইরে তাই বেতন দেয়া যাবে না। নিরুপায় শিক্ষক-শিক্ষিকারা এ বিষয় জানাতে এর পর ছুটে যান ঢাকা বিভাগীয় শিক্ষা বিভাগের উপ-পরিচালক, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে। এছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের মহাপরিচালকের অফিসেও তারা ধর্ণা দিয়েছেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। কেউ মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি সমাধানে এগিয়ে আসেনি।

এদিকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে মতিঝিল থানা শিক্ষা কর্মকর্তার দুর্ব্যবহার নিত্তনৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে তার সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি দম্ভভরে বলেন, থানা শিক্ষা কর্মকর্তা হলেও তার যোগাযোগ আছে সর্বোচ্চ মহলের সাথে। জানা যায়, সব সরকারের আমলেই তিনি সরকারী কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও দলীয় পরিচয় দিয়ে সুযোগ-সুবিধা আদায় করে থাকেন। এমন অভিযোগও পাওয়া গেছে যে, নির্ধারিত পার্সেন্টেজ না দিলে বেতনের বিলেও তিনি সই করেন না। অভিযোগকারী শিক্ষকগণ বলেছেন, কবে এসব 'অত্যাচারের' হাত থেকে তারা রেহাই পাবেন তা কেউই নিশ্চিত নন।

লক্ষ্মীপুর জেলা সংবাদদাতা জানান ঃ আগামীকাল পবিত্র ঈদুল আযহা, মুসলমানদের দ্বিতীয় বৃহত্তম উৎসব। কোটি কোটি মুসলমান এ উৎসব পালন করতে পারলেও লক্ষ্মীপুরের বেসরকারী হাই স্কুল, জুনিয়র স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ১০ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা-কর্মচারী এই আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ৪ মার্চের মধ্যে বেতন-বোনাস পরিশোধ-এর সরকারী ঘোষণা থাকলেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এ নিয়ে জেলা শহরের জনতা ব্যাংক শাখাসহ বিভিন্ন শাখার সামনে শত শত শিক্ষক-কর্মচারী বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। অনেক শিক্ষক-কর্মচারীকে ব্যাংকের গেটের সামনে ক্ষোভে-কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে দেখা গেছে। জেলার ১৫৫টি হাই ও জুনিয়র স্কুল, ১০৫টি মাদ্রাসা, ১৩টি কলেজ ও ৮শ' প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকবৃন্দ তাদের সরকারী অনুদানের টাকা জনতা ব্যাংক থেকে উত্তোলন করে থাকেন। গতকাল বিকেল ৪টা পর্যন্ত শিক্ষকরা ব্যাংক গেটের সামনে অবস্থান করলেও ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ আসেনি বলে জানায়। এদিকে লক্ষ্মীপুর জেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সচিব হোসেন হায়দর এক বিবৃতিতে জানান, সরকারী ঘোষণা অনুযায়ী গত ৪ মার্চ শিক্ষকরা ব্যাংকে টাকা তুলতে গেলে ব্যাংক জানায়, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ আসেনি। পরে শিক্ষক সমিতি জনতা ব্যাংকের নোয়াখালীর এজিএম-এর সাথে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, এখনো ঢাকার নির্দেশ আসেনি। ৪ মার্চ বিকেলে আবারও নোয়াখালীর এজিএম-এর সাথে যোগাযোগ করলে তিনি রাগান্বিত হয়ে বলেন, নির্দেশ আসলে জানতে পারবেন। গতকাল (৫ মার্চ) ব্যাংক ম্যানেজার দুপুর ১২টায় ব্যাংকে এসে জানান, উপর থেকে এখনো কোন নির্দেশ পাওয়া যায়নি। পরে শিক্ষক সমিতি নেতৃবৃন্দ লক্ষ্মীপুরের ডিসির সাথে যোগাযোগ করলে ডিসি মানবিক কারণে

উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে শিক্ষকদের বেতন পরিশোধ করার নির্দেশ দেন। কিন্তু ব্যংকের ম্যানেজার ডিসিকে তার অপারগতার কথা জানালে ডিসি নিজস্ব উদ্যোগে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে টেলিফোনে আলাপ করেন। একপর্যায়ে ডিসি ব্যাংকের ম্যানেজারকে এ ব্যাপারে পুনরায় নির্দেশ দেন। এরপরও কোন কিনারা হয়নি। বিকাল সোয়া ৪টার সময় ঢাকা থেকে টেলিফোন আসে। এতে বলা হয়, টেলিফোন নির্দেশে যেন শিক্ষকদের বেতন পরিশোধ করা হয়। কিন্তু ব্যাংকের ম্যানেজার তাতেও অপারগতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, পূর্ব নির্দেশ না থাকায় তার ব্যাংকে এ মুহূর্তে এ টাকা নেই। সামান্য কিছু (১০/১২টি) প্রতিষ্ঠানকে দেয়া যেতে পারে। ততক্ষণে শিক্ষকরা ক্ষোভে-দুঃখে বাড়ীঘরে চলে যান।

মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সচিব হোসেন হায়দার বলেন, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে প্রায় ১০ হাজার শিক্ষক চরম দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন। এটি সম্পূর্ণ অমানবিক ব্যাপার। অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মচারীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা না নিলে তারা এ বিষয়ে ঈদের পরে আন্দোলনের কর্মসূচী হাতে নিতে বাধ্য হবেন বলে জানা যায়। অন্যদিকে জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি সভাপতি জয়নাল আবেদীন, সেক্রেটারী নুরুল ইসলাম, সদর উপজেলা সভাপতি বশির আহমদ পৃথক বিবৃতিতে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

নীলফামারী জেলা সংবাদদাতা জানান সোনালী ব্যাংক কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে এখানকার অধিকাংশ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দ বেতন না পাওয়ায় তারা ঈদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। সরকারী-বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক- কর্মচারীদের ঈদ পালনের সুবিধার্থে তাদের ফেব্রুয়ারী মাসের সরকারী অর্থের বেতন ৪ মাসের মধ্যে প্রদানের ঘোষণা দিলেও ৪ হাজার ১শ' শিক্ষক-কর্মচারী সরকার ঘোষিত নির্ধারিত তারিখে বেতন পাননি। গতকালও (সোমবার) শিক্ষক-কর্মচারীরা তাদের বেতন পাওয়ার আশায় বিকাল ৪টা পর্যন্ত সোনালী ব্যাংকে ধরনা দিয়ে নিরাশ হয়ে বাড়ী ফিরে যান। এরপর বিকাল সোয়া ৪টায় শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন প্রদানের নির্দেশ ফ্যাক্সের মাধ্যমে আসে। ফলে অধিকাংশ শিক্ষক-কর্মচারী তাদের বেতন না পাওয়ার কারণে কোরবানির পশু ক্রয় করতে পারেননি। সরকার ও সোনালী ব্যাংক কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার কারণে শিক্ষক-কর্মচারীরা বেতন না পাওয়ায় তাদের মাঝে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে পবিত্র ঈদুল আজহার পূর্বে বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রাপ্য ফেব্রুয়ারী মাসের সরকারী বেতন-ভাতা সময়মত প্রদানের ব্যবস্থা না করায় শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। এক যুক্ত বিবৃতিতে ঐক্যজোটের প্রধান সমন্বয়কারী প্রফেসর এম শরীফুল ইসলাম, সমন্বয়কারী মোঃ সেলিম ভুইয়া, আহবায়ক মাওলানা এম এ লতিফ, শেখ আমানুল্লাহ, যুগ্ম আহবায়ক মাজহারুল হান্নান ও মোঃ শফিকুল আলম বলেছেন, বেতন-ভাতা প্রদানের ব্যাপারে এ ধরনের খামখেয়ালিপনা ও তামাশা প্রদর্শন শিক্ষক-কর্মচারীদের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তারা শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রত্যাশিত বেতন-ভাতা না পাবার জন্য যে বা যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণসহ এই ধরনের অমানবিক কাজের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে ক্ষমা প্রার্থনার দাবী জানান।

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি শেখ আমানুল্লাহ ও মহাসচিব মোঃ সেলিম ভুইয়া এক বিবৃতিতে বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতা ও ব্যাংকের গাফিলতির কারণে হাজার হাজার শিক্ষক পরিবার ঈদের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। তিনি ঈদের পূর্বে বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের পাওনা অর্থ পরিশোধ না করারও নিন্দা জানান।